দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও সচিবকে গ্রেফতার করুন

প্রধান উপদেষ্টার প্রতি শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট কালো পতাকা নিয়ে গতকাল (মঙ্গলবার) মুক্তাঙ্গনে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। মানববন্ধনকালে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের প্রতি আহ্বান জানান। ২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এছাড়া তাদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানের শর্তযুক্ত প্রজ্ঞাপন ও এমপিও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি থেকে দলীয় ব্যক্তিদের অপসারণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিগত সরকারের চুক্তিভিত্তিক ও দলীয় নিয়োগ বাতিল। দীর্ঘদিন ধরে বিনা বেতনে কর্মরত থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপনকারী এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদান ইত্যাদি।

এর বাইরেও তারা গত ৫ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, অনিয়ম ও দলীয়করণের জন্য সাবেক শিক্ষামন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব শহীদুল আলমের গ্রেফতার ও তদন্ত দাবী করেন। ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরে কার্যত সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের অচলাবস্থা আগে কখনও দেখা যায়নি। এরপরও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আঁকড়ে ধরে আছেন। অন্যদিকে স্বজন ও জামায়াতপ্রীতির জন্য পরিচিত শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামও ব্যস্ত একের পর এক বিদেশ সফরে।

মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন কর্মসূচীতে ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ এম এ রশিদ, অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, মাহবুব আলম তালুকদার, বিলকিস জামান, খান মোশারেফ হোসেন, এম আরজু, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ।

প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, প্রেসিডেন্টের তথা উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান চৌধুরী কিভাবে হবিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা জিয়া কলেজের গভর্নিং বডিতে থাকেন ও কলেজ পরিচালনা করেন? হবিগঞ্জের ডিসি সাহেব টিএনওকে দায়িত্ব দেন মোখলেছুর রহমানকে গভর্নিং বডি থেকে বাদ দেয়ার জন্য, আবার ডিসিই সেই আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। এটি দলীয়করণের একটি নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, "বৃটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের ৩০ বছর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের অর্জন এবং দুই শতাব্দীর বেশী সময় ধরে শিক্ষায় মূল্যবোধের প্রায় সবটাই জাট সরকার ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। ণমানুষের যে প্রত্যাশা নিয়ে স্বাধীন াংলাদেশের যাত্রা শুরু তার বাস্তবায়ন ও কাশের স্বাভাবিক ধারাকে বার বার বাধাগ্রস্ত রে অগ্রসরমানতার পরিবর্তে পশ্চাদপদতাকে তিষ্ঠার অপচেষ্টার মাধ্যমে ইতিহাসের চাকাকে পছন দিকে নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা য়েছে। শিক্ষা কোন দলীয় বিষয় না হলেও মাহীন দলীয়করণের হিংস্র থাবায় সমগ্র শিক্ষা বস্থা আজ বিপর্যস্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে, জোট রকারের অবর্ণনীয়, অমানবিক আচরণ ও ঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও ক্রোধের বহ্নিশিখা মনে জ্বলিত রেখেই ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধে বং অপশক্তি দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ও শ্চাদমুখিনতা প্রতিষ্ঠার যে কোন অপচেষ্টা তিহতকরণে আরো সংগঠিত হয়ে উদ্যোগী